দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

২৪

শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা টিমের রিপোর্ট

প্রতিটি জেলায় 'জেলা শিক্ষা বোর্ড' স্থাপনের পরামর্শ

খায়রুল আনোয়ার

শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা টিমের রিপোর্টে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য প্রতি জেলায় 'জেলা শিক্ষা বোর্ড' স্থাপন করতে বলা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় বেসরকারী খাতে অংশগ্রহণের উদ্যোগ নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। রিপোর্টে মতপ্রকাশ করা হয়েছে যে গুণগতমান বৃদ্ধি ও দাম কমানোর লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও উৎপাদন বেসরকারী খাতে যাওয়া উচিত।

সমীক্ষা টিমের আরও মত হচ্ছে, বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারী অর্থ সাহায্যের বিষয়টি শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং স্কুলের পারফরমেন্সের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। এমনকি উচ্চশিক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

প্রতিটি জেলায়

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিষ্ঠানগুলোতে মঞ্জুরির বিষয়ও পারফরমেন্সের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। রিপোর্টে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার কিছুটা নির্বাহ করতে ছাত্র বেতন বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশে ডিগ্রী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেমিস্টার পদ্ধতি প্রবর্তন করতে বলা হয়েছে। রিপোর্টে মহিলাদের জন্য একটি পৃথক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া রিপোর্টে নারী শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি জাতীয় নীতিমালা তৈরি এবং মহিলাদের শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে এনজিও'দের আরও সম্পৃক্ত করার তাগিদ দেয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত এই সমীক্ষা টিমে শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশমালা তৈরি করেন কয়েকজন দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ। টিম প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বিদেশী বিশেষজ্ঞ ডঃ অর্লন্ডো বি ক্লাভেরিয়া। সুপারিশমালার কিছু অংশ গতকালের (শুক্রবার) জনকণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়, প্রাথমিক পরবর্তী শিক্ষা খাতের বর্তমান অতি কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনার কারণে এই ক্ষেত্রে সামাজিক অংশগ্রহণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্কুল পর্যায়ে জবাবদিহিতাও দুর্বল হয়ে পড়েছে। স্কুলগুলো জবাবদিহি করে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কাছে। এই কমিটিগুলো এখন আশানুরূপ কাজ করছে না। এসব স্কুল কমিটিকে শক্তিশালী করার জন্য প্রতিটি জেলায় জেলা শিক্ষা বোর্ড (ডিইবি) স্থাপন করা উচিত। এই শিক্ষা বোর্ড গঠিত হবে প্রতি থানার স্কুল ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানের একজন করে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে। অন্যরা এলাকায় গণ্যমান্য পেশাজীবীদের মধ্য থেকে মনোনীত হবেন। জেলা শিক্ষা বোর্ডের কাজ হবে শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ, জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্প তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, সরকারী অর্থ সাহায্য পরিচালনা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতর এবং শিক্ষা বোর্ড, ব্যানবেইস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের রুটিন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

সুপারিশে বলা হয়, প্রাথমিক-পরবর্তী শিক্ষায় বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ নেয়া উচিত। এর ফলে এই খাতে সরকার অতিরিক্ত খরচ থেকে বাঁচতে এবং বেচে যাওয়া অর্থ অন্য শিক্ষা উপখাতে খরচ করা যাবে। রিপোর্টে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় যে, বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে বেসরকারী উদ্যোগের ইতিহাস রয়েছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এই লক্ষ্যে একটি সঠিক পদক্ষেপ। রিপোর্টে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও উৎপাদন বেসরকারী খাতে দেয়ার সুপারিশ করে বলা হয়, জাতীয় পাঠ্যক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড (এনসিটিবি) এ ক্ষেত্রে সহায়তা দেবে। বোর্ড কেবল পুস্তকের গুণগতমান ও উৎপাদন নির্ধারণ করে দেবে। প্রকাশনা খাত যেন মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সক্ষম খাত হিসাবে গড়ে উঠতে পারে এনসিটিবি'র তাতে সহায়তা করা উচিত। টিমের মতে, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পাঠ্যপুস্তকের দাম কম হবে এবং ছাত্রদের ক্রয়সীমার মধ্যে থাকবে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সংস্কারের জন্য সমীক্ষা টিম বেশ কিছু সুপারিশ রেখেছে। এর মধ্যে আছে, কলেজগুলোর ম্যাপ তৈরি করা যাতে সারাদেশে সমতার ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থান নির্ধারণ করা যায়। শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে একাডেমিক তত্ত্বাবধান কর্মসূচী গ্রহণ। ছাত্র বেতন বৃদ্ধি করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় কিছুটা হলেও সেখান থেকে নির্বাহ করা। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সুবিধা তৈরি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ কমানোর জন্য প্রতিটি পুরাতন জেলা সদরে অন্তত একটি কলেজকে উন্নীত করা। ডিগ্রী কলেজের মাধ্যমে তিন বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী প্রদানের জন্য প্রকল্প গ্রহণ। কলেজগুলো যাতে নিজেরাই ডিগ্রী প্রদান করতে পারে, পঞ্চম পরিকল্পনায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ। উচ্চশিক্ষার জন্য একটি জাতীয় কারিকুলাম এবং মূল্যায়ন কমিটি গঠন। এই কমিটি কারিকুলাম আধুনিকায়ন এবং পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের সুপারিশ করবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যূনতম ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যার অনুপাত নির্ধারণ করে নীতি প্রণয়ন করতে হবে। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে কৃষি, প্রকৌশল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং মেডিক্যাল শিক্ষায় ছাত্র সংখ্যা ৫০ শতাংশে উন্নীত করা। ক্যাম্পাসে ছাত্র অসন্তোষ কমানোর জন্য সমীক্ষা টিম কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কমিউনিটি ইয়ুথ সার্ভিস' চালু করতে বলেছে। এছাড়া সুপারিশে এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের দু'মাসের মধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করতে এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছাত্রদের জন্য একটি ঋণ তহবিল গঠন করতে বলা হয়।

শিক্ষক তৈরি এবং তাঁদের পদমর্যাদা নির্ধারণ সংক্রান্ত সুপারিশে একটি জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের ৫০ শতাংশ শিক্ষকের পেশাগত যোগ্যতা নেই। বাকি ২৫ শতাংশ হচ্ছে প্রশিক্ষণহীন স্নাতক এবং ২৫ শতাংশ হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পাস। এসব কিছুর আলোকে দেশের ২২টি মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন, যাতে এসব শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। শিক্ষকদের পদমর্যাদার ক্ষেত্রে যোগ্যতর শিক্ষকের জন্য উচ্চতর বেতন স্কেলের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য একটি সাব-ক্যাডার তৈরি করতে হবে। বেসরকারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ খোলা উৎসাহিত করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বেসরকারী স্কুলে সরকারী অর্থ সাহায্য প্রসঙ্গে সমীক্ষায় বলা হয়, বর্তমানে বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীরা তাঁদের বেতনভাতার ৭০ শতাংশ সরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য হিসাবে পেয়ে থাকেন। শিক্ষকরা বর্তমানে তা ১০০ শতাংশে উন্নীত করার দাবি জানাচ্ছেন। অর্থ সাহায্যের বর্তমান সরকারী নীতি নিয়ে নতুন করে ভাবা দরকার। সরকারী অর্থ সাহায্যের ব্যাপারটি শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং স্কুলের পারফরমেন্সের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সুপারিশে উল্লেখ করা হয়।